

কবিপত্র

১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩৬৭

প্রকাশক
পবিত্র মুখোপাধ্যায়
কবিপত্র প্রকাশ ভবন
১সি রানীশঙ্করী লেন
কলকাতা-ছাব্বিশ

প্রচ্ছদ শিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রক
যশোদা সাহা
নিউ এজ প্রিন্টার্স
৫৯ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-নয়

পরিবেশক
সিগনেট বুক শপ
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-বারো
১৪২।১ রাসবিহারী এভিন্যু
কলকাতা-ঊনত্রিশ

পৃষ্ঠাশে পার্শ্বস্থ কবিবন্ধুদের

ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি পঞ্চাশ-দশকে লেখা কবিতার সংকলন। গ্রন্থ প্রকাশের লগ্নে প্রথমেই স্মরণ করি পিতৃদেব শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়কে যাঁর কাব্যনিষ্ঠা আমার কবিতা প্রচেষ্টার অন্যতম অন্তর্লীন প্রেরণা। গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে যাঁদের কাছে অকৃপণ সহায়তা পেয়েছি তাঁরা আমার অগ্রজপ্রতিম কবি সিদ্ধেশ্বর সেন, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। তাছাড়া দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, প্রসূন বসুর নাম এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। প্রচ্ছদ রচনায় শিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রীর সহায়তা ভোলার নয়। নানাভাবে সাহায্য করার জন্য দীপক দাশগুপ্ত, অমিতাভ ঘোষ, কল্যাণ সাহা, অনিল ভট্টাচার্য, অজয় গুপ্তকে কৃতজ্ঞতা জানাই। সবশেষে স্মরণ করি পবিত্র মুখোপাধ্যায়কে যাঁর সক্রিয়তা ভিন্ন গ্রন্থপ্রকাশের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না।

৪

ধ্বনি থেকে

প্রতিধ্বনি

কিশোর, সকাল থেকে

কিশোর, সকাল থেকে আর কত ফুল সংগ্রহ
করবে। কিছু কি অন্য দৈনিকের কর্মভার নেই
তোমার। ওই তো ছ্যাখো, কত দৃশ্য আসন্ধ্যা সকাল
সুখ দুঃখে আঁকা হচ্ছে। শুধু আমি ফিরে তাকালেই
দেখবো তোমার সাজি পুষ্পভারে রক্তিম প্রত্যহ।
চতুর্দিকে অন্য কিছু নেই। শুধু সময় মরাল
হয়ে গ্রীবা নাড়ছে। রাজা কি বিপুল নিজের বিদ্রোহ।

কিশোর, সকাল থেকে আর কত ফুল সংগ্রহ
করবে। তোমাকে জানি, ভুলে যেতে পার তুমি সবই
আনন্দের অন্য নামে ডাকে যদি রক্তকরবী।

তারায় তারায়

আকাশের তারা খসলে
একতাল কঠিন অন্ধকার পৃথিবীর বুকে ঝাঁপ দেয়।
সূর্যের পেছনে হামাগুড়ি দিয়ে
অপরাহ্নের আলো
আকাশে রোজ অন্ধকার খোঁজে।
আমাদের পথগুলো প্রানপণে আলোর দিকে মোড় নেয়।

যতই গা বাঁচিয়ে চলি
লম্বা হাত বাড়িয়ে সময়
আমাদের ক্রমাগত ধরে।
তারপর কোন অতর্কিত বাঁকে বিকেলের বিরতি
আর কঠিন অন্ধকারে আমাদের ঘিরে
একতাল তারার ইতিহাস।

আমাদের অনেকের নিবে যাওয়া
অন্ধকারকে আঁকড়ে
আলোর উঠে দাঁড়াবার অবকাশ।
হয়তো তাই একরোখা আকাশ
অন্ধকারের এপার ওপার বেড় দিয়ে
আমাদের জ্বালিয়ে দেয়
তারায় তারায়॥

সহজ

অনেকেই স্বাভাবিক হতে ভুলে গিয়েছি সম্প্রতি।
নানাবিধ প্রসাধন। বহিরঙ্গ উজ্জ্বল প্রয়াসে
অন্তরের ম্লান ঢাকি প্রানপণ। সমস্ত সঙ্গতি
অপ্রস্তুত প্রতিপদে। অদৃষ্টের রিক্ত পরিহাসে
বড়ই কঠিন ফেরা জীবনের সহজ বিশ্বাসে।

নিকটে প্রত্যহ নেই। ভবিষ্যত এবং অতীতে
প্রত্যহের মৃত্যু দেখি। এই শুধু অন্তিম সান্ত্বনা—
রুদ্ধতার ম্লান কেন্দ্রে চিরন্তন দাঁড়াতে পারব না।

সহজের স্পর্শ পেলে অবরুদ্ধ প্রস্তরের স্তূপে
কুসুমের সম্ভাবনা। প্রস্রবণে ভাসে বর্তমান।
আনন্দিত স্পর্শে সাজে ম্রিয়মান শুকানো বাগান।

নিকটে প্রত্যহ নেই। সমস্তই সাম্প্রতিক ভ্রম।
সহজের ভূমিকায় একদিন করে যাবো সব অতিক্রম॥

আপাত দুঃখের উৎসে

আমি পূর্ণতা চাইনি। পরিবর্তে অতৃপ্তি অথবা
সংশয় প্রত্যাশী। তীব্র দুঃখ নিয়ে আমি খেলা করব
কিছুক্ষণ। প্রত্যহের অস্তাচলে বেদনা জড়িত
অতীত নিঃসঙ্গ হবে। তারপর বিরক্ত বিরলে
ছুড়ে দিয়ে রৌদ্রালোক ফুটে উঠবো স্মৃতির নিকটে।

আমি পূর্ণতা চাইনি। অলক্ষিত ক্লান্তি মনোলোভা।
আপাত দুঃখের উৎসে আমি স্থির তুলে ধরব
পূর্ণ পরিণতি। তাই পৌরাণিক সমুদ্রে স্খলিত
পিপাসার প্রতিধ্বনি। আর্দ্র বায়ু বৃষ্টির সরলে
জন্মলগ্ন। শুধু তৃষ্ণা বক্ষজোড়া বালুকার তটে।

প্রতিকূল হাওয়া। তবু ঊর্ধ্বে জ্বলে শিখার সাধনা।
সমুদ্র মন্থিত হ'লে কণ্ঠস্থিত দুঃখ হয় স্মৃতি।
বিষণ্ণ বৃক্ষের মূলে আমি আর কখনো যাব না।
সহৃদয় রৌদ্রে কাঁপে প্রতিধ্বনি সৌভাগ্য প্রভৃতি॥

বয়সের সঙ্গে সংলাপ

এখনো সময় থাকতে প্রাঙ্গণের শিরীষ শাখায়
অন্তরাল উন্মোচিত করো। বয়সেরা কত দীর্ঘ হবে!
অদৃশ্য থেকোনা আর। স্বরচিত যন্ত্রের প্রান্তরে
যৌবন চিহ্নিত করো। প্রদীপটা মৃদু উস্কে দাও।
অবিন্যস্ত ছায়ার শরীর লুপ্ত হোক আয়ুর সম্ভবে।

বিশ্বাসে বিনীত দেখি, কারা যেন এখনো তাকায়
ঈশ্বরের দিকে করজোড়ে। অন্য কেউ নিজের নির্ভরে
দৃঢ়। নির্লিপ্ত বয়স, তুমি শুধু পদক্ষেপ চাও
অকৃপণ। আমি দেবো স্রোতধারা অমৃত গরল
তোমার দুহাত ভরে। প্রত্যহের অরুণে হিরণে
হৃদয় মণ্ডিত হোক। সময়ের কিঞ্চিৎ সম্বল
পান করবো অন্তরালে বয়সের স্বাস্থ্যের স্মরণে।

অন্তরাল উন্মোচিত করো। মৃত্তিকায় জলের প্রপাত।
স্বর্গের স্বাক্ষর রাখো বয়সের কিছু অকস্মাৎ॥

নিরাপদ প্রার্থনা

শিউলি কেন যে রোজ ভেঙে পড়ে সহজ সকালে !
কেন যে ছড়ায় আলো বৃক্ষগুলি স্নিগ্ধ বনপথে
কিছুই যায় না বোঝা। এ-ললাটে রোদ্দুর ছোঁয়ালে
শুধু জানি-বেঁচে ওঠা প্রাত্যহিক জীবনের ব্রতে।

সচিত্র গ্রামের পথ আকাঙ্ক্ষিত। বাতায়ন আলোর অদূরে
দক্ষিণেই খোলা থাকে অবিকল। হাওয়ার বিলাস
পথে যেতে যেতে যদি ডাক দেয় সারল্যের সুরে
ফিরে পেতে পারি তবে কৈশোরের পুষ্প অভিলাষ।

কিছুই বুঝি না আমি। সঙ্গোপনে তবু অহরহ
কামনা করেছি শিউলি নিরাপদে ঝরুক প্রত্যহ ॥

আমাদের নিয়ে পথটা

আমাদের নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে পথটা চলছে।
সময়ের কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে তাকালে
দাম্ভিক দুপুর আর অভিমানী অন্ধকার
অনেক পেছনে।
ঘসা কাচের অস্পষ্টতায় কত স্মৃতি
ভালবাসার নিটোল মুখ দুহাতে তুলে ধরে।
সহজ দেয়ালে কিছু দৃশ্য হোঁচট খায়

তারপর আবার চলে।
পথের ধুলো-পড়ায়, কত ঘাড় মটকানো আশা
গা ঝাড়া দেয়।
দাম্ভিক দুপুর আর অভিমানী অন্ধকার
অনেক পেছনে। দেয়ালে ঠোক্কর খেয়ে
চৌমাথার জটিলতায় সমর্পিত পথ
অনাহুত আলোয় হাত বাড়ায়।

আমাদের নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে পথটা
অক্লান্ত চলে॥

রাত্রি

রঙের বিচিত্র স্বাদ অন্ধকারে শুধু অপহৃত।
তথাপিণ্ড রক্তে কাঁপে অসংযমী রাত্রির গুঞ্জন
নাকি সুখ অবসন্ন অহেতুক আলোর সঙ্গমে।

বর্ণালীর অবক্ষয়ে অবশিষ্ট কিছু কথামৃত
সুনির্মল ইতিবৃত্তে। হয়ত বা তপস্যা উন্মন
কেন্দ্রাতিগ আকর্ষণ অনিবার্য প্রাত্যহিক ক্রমে।

তুরীয় ক্লান্তির নেশা পথশ্রমে যদি অপসৃত
সান্নিধ্যে অব্যর্থ তৃপ্তি। সার্থকতা সুদীর্ঘ চুম্বন
রহস্যের কারুকার্য অবিশ্রাম রাত্রির আশ্রমে॥

সুরের আগুনে জ্বলছি

সুরের আগুনে জ্বলছি। চতুর্দিকে বিস্ময়ের দাহ।
অশান্তি আঘাত করে। কণ্ঠে গাঢ় বিশ্বাসের বীণা।
লগ্নে বাজে ব্যথা, যার অন্য নাম আনন্দ প্রবাহ
আমাকে কে ডাক দিল আনন্দের এই যজ্ঞে কিছুই জানি না।

সুরের আগুনে জ্বলছি। অবলুপ্তি গানের ওপার
আমাকে আড়াল করে। প্রতীক্ষায় কাহার আহ্বান
বাজে। আমি হেঁটে গেলে লগ্নে খোলে আলোর দুয়ার
সুচিত্রা-কণিকা কিংবা রাজেশ্বরী-দেবব্রত বিশ্বাসের গান।।

পাটনী

চাঁদের অস্তিত্বে নেই কোজাগরী কিংবা কোন ঈদের আস্বাদ।
জনতার ভগ্নাংশে আমরাও চাঁদের প্রতীক।
যদিওবা চাঁদমুখ নই, তথাপি অবাধ
প্লাবনে ভাঙন আনি প্রাতিস্বিক কোটালের টানে।

হস্তরেখা বিচারের বিদ্যা সামুদ্রিক।
মুদ্রাগুলি মৃত্যুর ব্যর্থ প্রতিবাদ।
দেখে শুনে ঠেকে শিখি উপমায় তবু অর্বাচীন
থেকে যাই গণিতের গতানুগতিক ব্যবধানে।

অন্যমনে তাই কোনদিন পথে পথে নির্বাচন হীন
হেঁটে যেতে হাঁটু ভাঙে। নামে অবসাদ।
শত্রুর ব্যূহের থেকে দূরত্বের নিরাপদে সেজেছি নির্ভীক
লক্ষ্মীর পাঁচালী কিংবা পাঁচ ওক্ত নমাজ আর ভোরের আজানে।

ইশ্বরীর ভাগ্য নেই। হয়ত বা সূর্য নামে পাটে।
কাঠের গলুই ঠেলে খেয়া দিই তবু নিত্য এ-গঞ্জের ঘাটে॥

• একটি প্রেমের দুটি কবিতা

স্বগত ঘোষণা

এ ঘরে কিছুই নেই
আলোর সংকোচে বিকেলের আমেজ
এখানে সারাদিন ঘুর ঘুর করে।
ছেঁড়াখাতা আর পাণ্ডুলিপি ছড়িয়ে
পুরণো দোকানের রঙচটা বইয়ের পাতা উল্টোয়
এ ঘরের প্রতীক্ষা।

চূণবালি খসা দেয়ালে
প্রপিতামহের কুঞ্চিত কপাল অবিকল পাহারা দেয়
দেশী বিদেশী চিত্রকরের কিছু ইচ্ছে
অনধিকার শৌখিনতা হয়ে নির্বিকার ঝোলে।
হাপিত্যেশ ধুলো উড়িয়ে
সামনের গলি অবিরাম হাঁটে। আর
মাঝে মাঝে হোঁচট খেয়ে
এ ঘরের গারদে উঁকি দেয়।
আলোর সংকোচে বিকেলের আমেজ
এখানে সারাক্ষণ ঘুর ঘুর করে।
বইখাতার অগোছালে
শুধু কোন অপেক্ষা টেবিলে মাথা রাখে।

বাইরে সত্যিকারের বিকেল হলে
যার আসার কথা নেই সে যদি আসে!

চার পয়সার চিনেবাদাম টেবিলে বিছিয়ে
সে যদি সত্যি সত্যি কথা কয়।
তাহলে এ-ঘরের স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার
প্রপিতামহের জটিল দৃষ্টি এড়িয়ে
নির্ঘাৎ নড়েচড়ে বসবে।
অন্যমনস্ক হয়ে
আকাশও নেমে আসতে পারে টেবিলে।

চিনেবাদাম আলাপ শেষ হলে
আঙুলে আঙুল জড়িয়ে
যখন দুটি ইচ্ছে মুখোমুখি
তখন বইখাতার অগোছালে
দেশী বিদেশী চিত্রকরের ইচ্ছেরা ঘনীভূত।
এ-ঘরের স্বগত ঘোষণায়—
তখনো এঘরে কিছুই নেই।

ভালবাসা কাছে এলে

দু'চোখ ভরে সন্ধ্যে নিয়ে ভরা সাঁঝের বেলা
ইচ্ছে তুমি গোপন পথে আসলে প্রতিধ্বনি
নির্বিরোধী অবিশ্বাসে অভিমানের মুখ
ভালবাসা বসলে কাছে বিমূর্ত ধূপছায়া।

পথের আলো জ্বললে অবাক অনাহূত আলো
আলিঙ্গনে অঙ্গরাখে গভীর দুটি সুখ
হারিয়ে যাওয়া সমর্পণে একক কুশলতা

স্নিগ্ধঝড়ে যথার্থ সুখ প্রশান্ত অস্থির।

অসংযমী অন্ধকারে সর্তাধীন ঘর
রাখেনি কোন প্রতিশ্রুতি অসংশয়ী তীর
জাননা ভয় দাঁড়িয়ে আছে পাশেরই প্রাঙ্গণে
কোন সাহসে সর্বনাশের পথে তোমার পা।

দুঃসাহসে সহিষ্ণু ধূপ জ্বলছো বলে, ব্যথা
দুহাতে তোলে ব্যাকুলতা তোমার অপার মুখ
রক্তে ভাঙে অসংগতি কূলের বিস্মৃতি
ভালবাসা তাহলে চলো অথৈ সর্বনাশে॥

বর্ষার জানালায়

কাঠকয়লায় লেখা নাম
বৃষ্টিতে মুছতে মুছতে, মেঘগুলো পালাচ্ছে
জানালার জনান্তিকে
অবিরাম বৃষ্টির কাটাকুটি, আর
ঝাপ্‌সা হাওয়ায় অস্পষ্ট দেহাতি গন্ধ।

হাঁটুতে মুখগোঁজা দিন
অন্ধকারের দাওয়ায় গোঁজ হয়ে বসে,
কাঁঠালবিচি পোড়ার গন্ধে
ঠাকুরমার ঝুলিথেকে গল্প বেরুলে
এখুনি স্বে গোগ্রাসে গিলবে।

এখন দীর্ঘশ্বাস
আকালের দাওয়ায় নড়ে চড়ে বসছে।
আর জানালার জনান্তিকে ঠায় বসে
গালে হাত দেওয়া অন্ধকার।
অনেকদূরে দাঁড়িয়ে নিরীহ আকাশটা
সারাক্ষণ ভিজছে।
কাঠকয়লায় লেখা নাম
বৃষ্টিতে মুছতে মুছতে
মেঘগুলো মেঘের আড়ালে পালাচ্ছে॥

মধ্যাহ্নের আকস্মিকে

মধ্যাহ্নে কাহার ছায়া অঙ্গে রাখ ক্লান্ত বনরাজি।
পদমূলে কৃতাঞ্জলি স্রোতধারা। রিক্তবিত্তাধরি
নদীর বিস্মৃতি কোনো। শূন্যতায় আহা মরি মরি
কোন বিরহিণী আঁখি! বসন্তের পূর্ণ ফুল সাজি
রিক্ততায় হল সমাপন। চলো এইবার তুলে
ধরি মধ্যাহ্নের উপকূলে ছায়া। পথের পাহারা
বাহিরে সজ্জিত থাক। শুধু বন্দী হাওয়ার বিপুলে
নিকটস্থ সঙ্গোপনে হস্তরাখ দূরের যাহারা।

বসন্তে রোদন ধ্বনি। প্রসঙ্গত কাঁপে বনরাজি।
মধ্যাহ্নের আকস্মিকে অতঃপর চলে যাব আজই॥

এই সীমান্তে

কালশিটে মারা শীতের সন্ধ্যা
অনেক আগেই নেমে এসেছে।
ইটের গোলায় অন্ধকার।
কালীগঙ্গায় আমদানি রপ্তানির কাজ
আপাতত' বন্ধ
উমাদাস লেনে এখন জীবনের লেনদেন।
উমাদাস লেনের রাত্রি
সর্পিল গলির অশ্লীলতায়
নগ্ন বুকের উপর কাউকে উত্তপ্ত করে।
বাগবাজারের বনেদী শৌখিনতা ভরা রাত্রি
ঝাড় লণ্ঠনের প্রহেলিকায়
ফেনার বুদ্‌বুদ্ তোলে।

এলোমেলো ঢেউ ভাঙার অদ্ভুত শব্দে
সম্পদবোঝাই কোন বিদেশী জাহাজ
খিদিরপুরের জেটি ছাড়ে
মজত্নর বস্তিতে শীতের রাত
আর্তনাদ করে।

নিরুদ্দেশ অন্ধকারে
কোটরাগত কতচোখের কঠিনতায়
আগুন ঠিকরোয়।
বহুদূর সমুদ্রের পার থেকে
হাওয়ার শব্দ ভেসে আসে।
কালশীটে মারা আকাশ
আশ্চর্য প্রেরণায় আড়ামোড়া ভাঙে।

রূপান্তরে আমি

আমার ওপরে কার অবিরাম আনন্দ অস্থির।
রূপান্তরে জ্বালি আলো অন্ধকার ঈশ্বরের মতো।
ইচ্ছা ও আমার মধ্যে তবু নিত্য প্রবৃত্তি প্রাচীর
হয়ে মাথা তুলছে দৃঢ়। যন্ত্রণায় তাই অবিরত
হেঁটে যাচ্ছি। 'সমন্বিত আকাঙ্ক্ষার পথ পরিক্রমা।
তোমরা যারা আসছ যাচ্ছ, বেঁচে থাকছ স্মৃতির মন্থরে
শুধু আমি ঝরে যাচ্ছি ঊর্ধ্বে এঁকে বৃষ্টির উপমা
আলো অন্ধকার জ্বালছি ইচ্ছা মতো নিত্য রূপান্তরে।

প্রাচীন পিতার প্রতি আযৌবন পূর্ণ অবিশ্বাস।
জটায় বেঁধেছি স্রোত সমাহিত ত্রিনয়ন শিব
সমুদ্র মন্থিত বিষ কি আশ্চর্য একণ্ঠে নির্জীব
চতুর্দিকে অবিন্যস্ত সুখদুঃখ স্মৃতির কৈলাস।

মিলনের নগ্নতীর্থে উপগত যদি পরস্পর
নির্মাণে নিমগ্ন আমি মনে হয় পরম ঈশ্বর॥

অন্য উপকূলে

যদি আশা অপহৃত ব্যর্থতার কোনো উপকূলে
এবং ক্লান্তির সেতু তমিস্রায় কিছু অবক্ষয়
বুঝি পূর্ণ অবলুপ্তি। কোনো তৃষ্ণা সীমার আঙুলে
অসীমের ছবি আঁকে অবীক্ষিত। তাই পূর্ব মেঘ

হৃদয়ের অনিবার্য অভিলাষ এবং আবেগ
অবিচল পথ হাঁটে। সুসংহত পথের নির্ভুলে
কোনো ক্রান্তি। সুনিশ্চিত পরাবৃত্ত আলোর আশ্রয়
আমৃত্যু জীবন দেখি তমিস্রার অন্য উপকূলে ॥

ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি

এখানে গল্পের শেষ কিংবা শুরু দুইই হতে পারে।
মনে করো গৃহপালিত আকাশ
সংসারের অপর নাম।
শুধু কিছু অনুগত হাওয়া
নানারঙের ইচ্ছাকে আড়াল করে।
কোনো আবির্ভাবকে চেয়ে, কে বলতে পারে
ধ্বনি কবে প্রতিধ্বনি হয়ে
ফিরে আসার অধিকার পাবে।

এখানে গল্পের শেষ কিংবা শুরু
দুইই হতে পারে।

দ্যাখো, বয়স্ক বৃক্ষেরা পথের তাড়াহুড়োয়
নিয়মমতো দাঁড়িয়ে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করছে
দূরে দাঁড়িয়ে দ্বিধা নখ খুঁটছে মুখে।
ফুলদানিতে কিছু কৃতার্থ ফুল
আর রঙের কৃতজ্ঞতা।
আজকের আমরা কাল নির্ঘাৎ বাসি হয়ে যাব।
অমনোনীত অন্ধকার
আলোর পেছন থেকে ঝাঁপ দিলে
মঞ্চের সজ্জিত আনাগোনা স্তব্ধ।
রঙ করা মুখ আর মুখস্থ সংলাপ
আমাদের ব্যঙ্গ করবে।
বয়স্ক বৃক্ষের অসাবধানে শুধু চারা গাছ

গৃহপালিত আকাশকে যৌবন দেবে।
দূরে দাঁড়িয়ে দ্বিধা নখ খুঁটবে মুখে।

তখনো, এ গল্পের শেষ কিংবা শুরু
দুইই হতে পারে॥

প্রবাসী হৃদয়

কিছু পরে ঘরে ফিরব। আপাতত চলো ঘুরে আসি
হৃদয়ের অন্ধকারে। গেলাসের তরল উষ্ণতা
যদি ধরে জীবনের প্রতিবিম্ব, আমরা প্রবাসী
তবে কিছুক্ষণ এই ক্লান্ত ঘরে। কিছু নির্জনতা
নয়নে মুদ্রিত থাক। সঙ্গে থাক স্বদেশের স্মৃতি।
বেদনায় বিদ্ধ প্রাণ দীর্ঘশ্বাস সংশয় প্রভৃতি।

দেয়ালে মসৃণ ছায়া। গেলাসের কঠিন নিকটে
ভাবনার অতীতগুলো উঠে আসে। আত্মগত টানে
নানাবিধ দৃশ্য ফোটে হৃদয়ের ক্লান্ত চিত্রপটে।
প্রবাসের ওই পারে পৃথিবীর অন্যবিধ মানে
যদিও সবাই খুঁজি, আপাতত তবু অন্ধকারে
স্বগত তৃষ্ণার বৃন্তে নিভে যাই অন্তিম উদ্ধারে।

কিছু পরে ঘরে ফিরব। হাত রাখব পরিচিত সুখে।
হৃদয়ের অন্ধকারে জ্বলে উঠব আলোর সম্মুখে॥

এস শব্দ করে কিছু বলি

এস শব্দ করে কিছু বলি।
বিমর্ষতার পাতা স্পৃষ্ট উল্টিয়ে
ভালোবাসাকে তোলপাড় করি
এস শব্দ করে কিছু বলি।

বারুদের পোড়াগন্ধে বুকের রক্ত ছিটিয়ে
যে দিনগুলো বিক্ষিপ্ত, ভুলের মাশুল দিয়ে
চলো, তাদের তুলে আনি
তারপর স্বরচিত যত্নের উঠোনে সাজিয়ে দি
অনেক চোখের নিভে যাওয়া আকাশ।

কবিতায় অবকাশ—
তখনো শব্দ করে কথা বলুক
আমাদের উচ্ছৃঙ্খল ভালোবাসায়।।

মধুপুরে কোজাগরী

বল দেখি কনীনিকা এ-রাতে কী ঘুমানো সম্ভব।
এ-রাত চাঁদের রাত জেগে কাটাবার
পৃথিবী এখানে আজ পিছে ফেলে সব কলরব
দাঁড়িয়েছে জনান্তিকে প্রান্তরের পাশে
ঘুমানো সম্ভব নয় আজরাতে বাঁচবার নিছক আশ্বাসে।

বাতাসে সবুজ গন্ধ শিশিরে নিমগ্ন চোখ ধূসর তারার
যতদূর চোখ যায় চাঁদের জোয়ারে ম্লান সমস্ত বিধৃত
নগ্ননীল আকাশের মুখোমুখি বসে আজ মনে হয় আমিও বা মৃত

সময়ের ক্লান্তমঞ্চে কামনার সব কুশীলব
সংলাপে মূক হলে, শূন্যে ঝোলে স্তব্ধ যবনিকা।
ঘুমানো কি কষ্টকর আজ রাতে বল কনীনিকা॥

বিস্মৃত স্মৃতি

কে কাকে নাম ধরে ডেকেছ নির্জনে
ধ্বনিরা দ্রুত কাঁপে আয়ুর প্রশাখায়
অতীত স্বীয়মুখ দেখেছে দর্পণে।

অতীত স্বীয়মুখ দেখেছে দর্পণে
শব্দহীন মৃদু কথারা অন্যায়
সাজাল সত্তার সময় যৌবনে।

সাজাল সত্তার সময় যৌবনে
ক্রমশ সংলাপ স্মৃতির তন্দ্রায়
তোমার অবসাদ আমার প্রমথনে।

তোমার অবসাদ আমার প্রমথনে
নামের বিস্মৃতি দ্বৈতসত্তায়
নিভৃত অঙ্গুলি তিমির তর্পণে।

নিভৃত অঙ্গুলি তিমির তর্পণে
তৃপ্তকরতলে সময় নিরুপায়
অতীত সম্রাট স্মৃতির শাসনে।

অতীত স্বীয়মুখ দেখেছে দর্পণে
দেওয়ালে দৃশ্য ছায়ার ভূমিকায়
ভাঙছি প্রস্তর সহজ প্লাবনে
ধ্বনিরা দ্রুতকাঁপে আয়ুর প্রশাখায়॥

বসন্তের বিস্ময়

কালসন্ধ্যায়
বসন্তের সাথে দেখা হয়েছিল পথে।
গতানুগতিক আমাদের নিয়ে
দশটা-পাঁচটার পথ কেমন টালখেয়ে পড়েছিল
চৌমাথায়। কালসন্ধ্যায়
ছায়াদের অন্যমনস্কতায়
অনেক আলোর অবলুপ্তি

কোনো পথ আগলানো দেহাতি বাঁকে
পলাশের অগোছাল ছায়া।
কাল সারারাত
আমার অস্তিত্বের ওপর উপুড় হয়ে
দক্ষিণ সমুদ্র ঢেউ ভেঙেছে।
বসন্তের বিস্ময়ে
তারই নামের পর
আমি সারারাত কেঁপেছি
আর কেঁপেছি॥

স্বদেশ

সোনালি সবুজ এ দেশ আমার আমার অহংকার
দিনরাত্রির মালা গেঁথে গেছি যুগযুগান্ত ধরে
ঘুমের শিয়রে স্বপ্ন বিছিয়ে জেগে আছি দুর্বার।

দিনরাত্রির মালা গেঁথে গেছি যুগযুগান্ত ধরে
ভাটিয়ালি সুরে ছড়াই স্বচ্ছ তরঙ্গ উল্লাস
ফসলের দিন চাতালে নিবিড় জীবনের কলেবরে।

ভাটিয়ালি সুরে ছড়াই স্বচ্ছ তরঙ্গ উল্লাস
হয়তো আর্তনাদের সীমায় মৃত্যুর কানাকানি
তথাপি প্রাণের শাখাপ্রশাখায় সবুজের ইতিহাস।

হয়তো আর্তনাদের সীমায় মৃত্যুর কানাকানি
তবুও স্পৃষ্ট বসন্তকাঁপে পলাশের বিস্ময়ে
ঘনিষ্ট চোখে উতল আকাশ জোয়ারের জানাজানি।

তবুও স্পৃষ্ট বসন্ত কাঁপে পলাশের বিস্ময়ে
পথের প্রলয়ে অলক্ত আলো সুরভিত অভিসার
রাতের আকাশ আড়মোড়া ভাঙে জীবনের প্রত্যয়ে।

পথের প্রলয়ে অলক্ত আলো সুরভিত অভিসার
সোনালি সবুজ এদেশ আমার আমার অহংকার॥

উন্মেষের উপমা

মাটিতে মরুর মানচিত্র
আড়ষ্ট গাছটার আকাশে
হাত বাড়ানোর সাহস নেই।
অন্ধকারের চোয়াড়ে পাথরটা
গলির মোড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।
ক্রুশেবিদ্ধ যিশুর মতো
গ্যাস পোষ্টটা হাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে
পায়ের নিচে আছড়ে পড়েছে
রাণী শংকরীর গলি।
হাইড্রেনের খোলামুখে কান্নার জোয়ার।

গলিত শব মরা ইঁদুর আর কুকুরছানা
কালো কাকের কর্কশ কাকলি।
ফাল্গুন তুমি এ গলির মরা ডালে
একবার কুহু করে ডেকে ওঠো।
গর্বিত নায়ক নায়িকার মতো
আমি আর সেই মসৃণ মেয়েটি
শুধু বলে উঠি—সুন্দর।

তারপর
শিশি বোতল রিক্রিআলা গলি দিয়ে হেঁকে যাক
ময়লা কাগজ কুড়নো লোকটা আরো কুঁজো হয়ে
ঝুঁকে পড়ুক আবর্জনার স্তূপে।
তারপর এবং তারও পর

নির্ভয়ের হাত বাড়িয়ে
অন্ধকারের চোয়াড়ে পাথরটা আমরা সরিয়ে দি

অন্ধকারের আর্তনাদ থেকে
আলোর উল্লাসে
কৈশোরের কাকলি থেকে
যৌবনের কলরবে—আমরা উপনীত।
মুখে আবীর দেওয়া খুশীর সকালে
আমরাই উন্মেষের প্রথম উপমা॥

কবিতা

সহস্র প্রাণের সঙ্গে অন্তহীন আমাকে বেঁধেছ
আলোর উন্মেষে। আমি অবিরাম শব্দের সৈকতে
কল্লোলিত। অন্তরঙ্গ যন্ত্রণায় ফিরি দূরান্বয়ে।
যাবতীয় অনুভবে মগ্ন থাকি স্রোতের তন্ময়ে।

সর্বদাই পার্শ্বে থাকো। দূরে কিংবা নিকটে ডেকেছ
প্রত্যহের অন্তরালে। হাত রাখলে হৃদয়ের ক্ষতে
অবরুদ্ধ কণ্ঠে বাজে সম্ভাবনা। লুপ্ত ব্যবধান।
প্রাত্যহিক বাতায়নে দৃশ্য হয় ফুলের বাগান।

বাগানের চিহ্নবুকে বজ্রাহত অস্তিত্ব আমার।
শব্দ নিয়ে খেলা করি উত্তেজিত হাওয়ার বিপুলে।
শিকড়ে জড়ায় মাটি, আকাশের নৈরাজ্য পাবার
স্পর্ধা। ঊর্ধ্বে পল্লবিত। নিত্য জ্বলি রৌদ্রের দেউলে

তোমার আননে দীপ্ত প্রতিবিম্ব আমার উদ্ধার।
কোলাহল ক্লান্ত হলে স্বরচিত মুগ্ধ অবকাশ
সাজায় প্রগাঢ় প্রাণ। চালচিত্রে দৃশ্যের সম্ভার।
'ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি' দূরান্বয়ে স্বকীয় প্রবাস।

অধরে ধারণ করো আলোকিত সময়ের ম্লান।
কণ্ঠে বাজে সম্ভাবনা। প্রতিবিম্বে লুপ্ত ব্যবধান॥

কখখনো আকাশ দেখো না

তোমরা যারা অনভ্যস্ত কখ্‌খনো আকাশ দেখো না
আকাশ ওল্টানো নীল নদী কিংবা সমুদ্রের মুখ
ওরা সব ভারি মন্দ, ওদের দেখলে বাড়ে মনের অসুখ।

ভুলেও জ্যোৎস্নার ধুলো ফাল্গুনে আবীর মেখোনা
পায় পায় চলে যেয়োনা শহর ছাড়িয়ে
ওখানে ভীষণ ভয় সবুজের ভূমিকায় গাছেরা দাঁড়িয়ে।

কোনো ভালোবাসা যত্নে হৃদয়ের গোপনে রেখোনা
নারী, শিশু, ফুল কিংবা রবীন্দ্র সংগীত
সকলেই অনাত্মীয়, জীবনের প্রাত্যহিকে দূরের ইংগিত।

নিষিদ্ধ বাঁয়ের পথে কোনো স্বপ্ন স্পর্ধায় বেঁকোনা
তোমরা যারা অনভ্যস্ত কখখনো আকাশ দেখোনা

পঁচিশে বৈশাখ চলছে

জীবনকে রেখেছি শুইয়ে মরণের পাশে।
আলো নিভলে অন্ধকার আড়ি পাতে কোথায় কখন
জানিনা। তবুও গ্যাখো হেঁটে যাচ্ছি এক সর্বনাশ থেকে অন্য সর্বনাশে।

আমি চোখ মেললে আলো জ্বলে উঠবে কি না উঠবে জানিনা আকাশে
তথাপি দৃষ্টিতে সুখ দৃশ্য হয় বসন্ত উজাড়
রক্তকরবীর ডালে থরো থরো আলোর যৌবন।

আমার অস্তিত্ব জুড়ে খোলা থাকে আসা যাওয়া দুদিকের দ্বার।
চোখ মেললে সর্বনাশ গান হয়। অন্ধকার কোথাও নাহিরে।
একটি বিচ্ছিন্ন দিন চলে যাচ্ছে পাশে ফেলে কাঁকরের নিস্তব্ধ তোলপাড়
মনে নিত্য আস যাও, চোখের আলোয় দেখি চোখের বাহিরে॥

দৃশ্যের বঞ্চনা

দর্পণ বলে না সত্য। শুধু দেয় দৃশ্যের বঞ্চনা।
আকাশ ধরে না হাতে, ধারণার বৃহৎ পরিধি
তথাপি আকাশ চায়। অহেতুক রেখার বন্দনা
বন্দী করে প্রতিকৃতি। প্রাণহীন মুখের মুখোস
দৃশ্যের বঞ্চনা আঁকে। প্রতিবিম্বে দুঃখ প্রতিনিধি
হয় জীবনের। তবু ঐ দর্পণে ক্লান্ত পরিতোষ।

দর্পণ বলে না সত্য। শুধু দেয় দৃশ্যের বঞ্চনা।
দর্পণ-সম্মুখে তবু অবিকল দাঁড়ানো মন্দনা।।

এই বৈশাখে

বুড়ো বটগাছটার নীচে
একবছর ধরে দিনগুলো
হাসলো, কাঁদলো, জটলা পাকালো
তারপর সটান উঠে এলো
এই বৈশাখে।

সদর দরজায় যাকে বরণ করি
খিড়কি দিয়ে সে কখন পালিয়ে যায়।

সময়ের খুঁটিতে স্মৃতিকে বাঁধি
একরোখা দিনগুলোর সাথে পাল্লা দিতে
নিজেকে আবার মেলে দিই
কালবৈশাখীর কাঠখোদাই আকাশে॥

দূর অবকাশে

কখনো আকাশে মেঘ করে যদি বজ্র তুলে নিও।
দেয়ালের নিরাপদ ভেঙ্গে দ্রুত তুলে ধরো ঝড়
ললাটে বৃষ্টির চিহ্ন আঁকা হলে অসহ্য সুন্দর
সব গ্রন্থি খুলে দূর অবকাশে জাহাজ ভাসিয়ো।

সুখপ্রদ কিছু হাওয়া কাছাকাছি থাকে চিরকাল।
অত্যন্ত সাহসে তবু টান দিয়ে কতিপয় প্রাণ
বহুবিধ স্রোতে ভাসে। পর্বতের পতন উত্থান
আকাশে চিহ্নিত করে মাস্তুলের কঠিন চোয়াল।

আকাশ লুণ্ঠিত হল আমাদের দৃপ্ত অধিকারে।
ডাল ভেঙ্গে পড়ে যাচ্ছে তারাগুলি। গ্রহ উপগ্রহ
দুহাতে কুড়াই নিত্য। রণক্লান্ত আকাশে প্রত্যহ
শত্রুতার অবসান। স্বাস্থ্য ফেরে প্রেমিক সংসারে।

কখনো আকাশে মেঘ করে যদি বজ্র তুলে নিও।
সব গ্রন্থি খুলে দূর অবকাশে জাহাজ ভাসিয়ো॥

ডাক্তারের জবানবন্দী

হাতের ছুরিটা কাঁপছে। তারপর সব কিছু স্থির।
কুমারী মায়ের অঙ্গ কি সুন্দর নগ্ন ছাখো অই
টেবিলের পরে অচেতন। আমি ক্লান্ত অন্ধকার
আপাতত। কার পরে রাগ করবো? কার পরে ক্রোধ?
দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুধু বলতে পারি ঃ মেয়েটি নির্বোধ।

মা হবার প্রতিশ্রুতি প্রতি অঙ্গে। যোনি-জঙ্ঘা-স্তন
অঙ্কুরের আবির্ভাবে বিকশিত। তবু চোখে-মুখে
গর্বের উদ্ভাস কই? কি করুণ আতঙ্কের কালি!
আমার অভ্যস্ত হাতে অন্ধকার ব্যর্থ জোড়াতালি।

হাতের ছুরিটা কাঁপছে। অন্ধকার মনে হয় দূর।
সত্যিকার মা মণি হয়ে, এ যদি কখনো আসে—
পরনে ঢাকাই শাড়ি কপালে সিঁদুর?

দুই বিকল্প

একটি

সরে যাচ্ছি সরে যাচ্ছি তোমার থেকে দূরে
আলিঙ্গনে অঙ্গরাখা দূরের তটরেখা
সবুজে পা ছড়িয়ে বিকেল দেখবেনা মুখ স্রোতে
এপার আমি ওপার তুমি মধ্যে ব্যবধান।

হাওয়ার মুখে লাগাম দিয়ে ছুটে যাচ্ছে কাল
দিন ঝরছে রাত ঝরছে চোখ মেলছে ব্যথা
উড়ে যাচ্ছে খ্যাপা ঝড়ে একটি ভালবাসা
পেছন ফিরে তাকালে স্মৃতি কাল-নাগিনীর ফণা।

বেহুলা তোর লক্ষীন্দর ছ্যাখ ভাসছে স্রোতে
ভালবাসার চিতা জ্বেলে পোহাচ্ছে রোদ্দুর
সাতরাজ্যের অন্ধকার চতুর্দিকে জড়ো
পেছন ফিরে তাকালে স্মৃতি কাল-নাগিনীর ফণা।

দিন ঝরছে রাত ঝরছে চোখের জলে বান
কেউ এপারে কেউ ওপারে মধ্যে ব্যবধান।

এবং আরেকটি

ঘর বাঁধবো ঘর বাঁধবো জলে ভাসবোনা
দুপাশ থেকে দৌড়ে এসো কোথায় আছো কে
হাওয়া আসুক হাওয়া ঢুকুক দরজাটা থাক খোলা
একটা আকাশ টাঙানো থাক মাথার শিয়রে।

হাওয়া ঘুরছে হাওয়া ঘুরছে হলদে পাতা ঝরে
নানারঙের অন্ধকারে ঘোমটা ঢাকা আলো
নদীর স্রোতে জোয়ার ভাটা উছলে ওঠে ঢেউ
ঢেউ উঠছে ঢেউ ভাঙছে ঘর বাঁধবো ঘর।

হাওয়ার মুখে কথা দিলে—পৌঁছে দেবে দূর
স্রোতে প্রদীপ ভাসালে—জ্বলে উঠবে ভালবাসা
আলোর নীচে ছায়ার দাবি মাথা কুটুক মাথা
নাচতে নাচতে হাওয়া আসুক দরজাটা থাক খোলা।

নানারঙের অন্ধকারে ঝড় ঝাপটা জল
ঢেউ উঠছে ঢেউ ভাঙছে বাঁচার কোলাহল॥

চতুর্দিকে স্পর্ধা

রঙগুলো শূন্যতায় গাঁথা হলে
দেয়ালে অদ্ভুত দৃশ্য
কান পাতলে অনেক রঙের উচ্চারণ
স্পর্ধা পাই—পতনের কিংবা উঠে দাঁড়াবার।

বুকের নীচে অপেক্ষা
সময়ের ম্লান ভাঁজে কেউ কেউ স্মৃতি হয়
দেয়ালে সাধ্যমত সাদা
সমস্ত রঙের বার্তা ভোলে
হৃদয়ের চেয়েও কাছে ভালবাসাকে জাপ্টে ধরি।

রঙগুলো শূন্যতায় গাঁথা হলে
বুকের নীচে সমুদ্র সাহস পায়
চার দেয়ালের নিরাপত্তা ভেঙ্গে
নানা রঙের উলঙ্গউচ্চারণ আছড়ে পড়ে
চতুর্দিকে স্পর্ধা—পতনের কিংবা উঠে দাঁড়াবার ॥

সমস্ত দৃশ্যের মধ্যে

ভিজে গেলো সব দৃশ্য বৃষ্টির সবুজে ।
এক ফুঁয়ে কে নিভিয়ে দিল সূর্যের আলো
মনে মনে আমি বললাম—এই ভালো এই ভালো ।

সারাদিন বৃষ্টি বাজলো ছায়ার অবুঝে ।
জানালার জনান্তিকে মুগ্ধ ম্লান প্রসন্ন হৃদয়
হাওয়া বলল ডাক দিয়ে—হয়, সবই এমনি হয় ।

বৃষ্টি পাব না আর সূর্য উঠলে কোথাও খুঁজে ।
চাব না জানলার সঙ্গ। পথ হাঁটবো আলো অভিমানী
সমস্ত দৃশ্যের মধ্যে আমি মুগ্ধ—জানি আমি জানি ॥

অপু এখানে থেমো না

অপু এখানে থেমোনা। আরো কিছু দূর হেঁটে গেলে
তোমার নিশ্চিন্দিপুর খুঁজে পাবে। সামনে সাহস
তোমাকে দুহাতে ডাকছে। পথগুলো ডাইনে বাঁয়ে হেলে
সমানে ছড়িয়ে যাচ্ছে। নীলকণ্ঠ পাখীর বয়স
শুধুই সংগীতে বাড়ে। তুমি কোন পাখী নও।

বিকেলে সূর্যের মৃত্যু দেখে ক্লান্তি শয্যায় রেখোনা।
পশ্চাতে পতন ঘুরছে। রৌদ্র ঝড়ে কোলাহল হও
তোমার সম্মুখে শান্তি, অপু তুমি এখানে থেমোনা॥

সেলিম হিল

কে সাজালো এত দৃশ্য ?   কে পরালো মেঘের উধাও
পাহাড়ের মৌনতায় ?   কিছু স্থির ফুলের উজ্জ্বল
অবিন্যস্ত সারাদিন। ব্যস্ত পথে ঝরণা কোথাও
খেলা করে। শ্রাবণের অকস্মাতে অরণ্য উতল
কাহার ইঙ্গিতে বল ?   বাতায়নে মেঘের সঞ্চয়।
কে সাজালো এত দৃশ্য ?   চতুর্দিকে প্রশ্নের বিস্ময়।

ঝরণা তলার কিছু নির্জনতা নিয়ে সারাদিন
খেলা করবো। আমি ওই ধাপ সিঁড়ি চায়ের সবুজে
হরিণের মত বন্য। তারপর হৃদয়ের ঋণ
শোধ করে চলে যাবো অগোছাল দৃশ্যের অবুঝে।

অপ্রধান বহু কথা মুখোমুখি বসে এই স্থানে।
কেউ কাছে কেউ দূরে ছায়াচ্ছন্ন এই নির্জনতা
ঢেকে দেয় অন্তরাল। সমতল ভূমির প্রস্থানে
উত্থান পতনে বাজে প্রস্তরের মৌন প্রসন্নতা।

কে সাজালো এত দৃশ্য ? রৌদ্রে ঝরে মেঘ দ্যুতিময়।
নিসর্গে অজস্র ঘ্রাণ। বাতায়নে ব্যাহত হৃদয়॥

আকাঙ্ক্ষার ভ্রষ্ট লগ্নে

কিছুই দিলে না হাতে। না সুখ, না দুঃখের যন্ত্রণা।
শূন্যতা হিসাবে রাখে শুধু দিন যাপনের গ্লানি।
মধ্যে মধ্যে বিষণ্নতা। বাতায়নে হাওয়ার বাখানি।
না, আমি কখনো আর হৃদয়ের নিকটে যাবনা।

নিকটে প্রত্যহ নেই। ধরবেনা কিছুই প্রত্যহ
জানি। শুধু সর্বনাশ পরাজিত দুঃখের গহ্বরে।
প্রতিকারহীন রাত্রি অন্ধকার দ্রুত লক্ষ্য করে
সর্বস্বান্ত। আর আমি প্রতিবিম্বে নিজের বিদ্রোহ।

সামান্য পতন কিংবা অসামান্য শব্দের পাতালে
নিমজ্জিত প্রতিদিন। সঙ্গোপনে ডেকোনা আশ্রয়
তোমার নিশ্চিন্ত ক্রোড়ে। বর্ণহীন দুঃখ কতিপয়
অন্তিমে অঙ্কন করি চ্যুত রৌদ্র সায়াহ্নের ভালে।

আকাঙ্ক্ষার ভ্রষ্ট লগ্নে দিনগুলো নিভে গেলে পরে
ভাঙা খেলনা ছুড়ে ফেলে হেঁটে যাবো হাওয়ার মর্মরে॥

তোমার কান্না শুনেছি তাই

তোমার কান্না শুনেছি তাই
নবগঙ্গার জলে ঢেউ তুলে
অশান্ত হৃদয়ে কল্লোল তুলে নিয়েছি
ঝড়ের ঝাপটায়
বঙ্গোপসাগর তোলপাড় করেছি
তোমার কান্না শুনেছি তাই।

তোমার কান্না শুনেছি তাই
ভাঙা মাস্তুলের অদ্ভুত আর্তনাদে
কত বন্দরের ছায়া হেঁটেছি
হাওয়ার মৌলিক হাহাকারে
রাত্রির শাখাপ্রশাখায়
বিক্ষুব্ধ ডানার জড়তা ঝেড়েছি।
তোমার কান্না শুনেছি তাই।

তোমার কান্না শুনেছি তাই
দম আটকানো হৃদয়ে মোচড় দিয়ে
সূর্যের দিকে মুখ ফিরিয়েছি
পাথরের মত কত কঠিন আকাশে
আমার নাম খোদাই করেছি
তোমার কান্না শুনেছি তাই॥

স্বগত পিপাসা

কে তুমি ব্যথার বৃত্ত আঁকো। নিত্য রিক্তদিন অকৃপণ আশা।
নারীর উত্তাপে যদি নির্বাচিত অন্ধকার আলোর সম্মান
কিংবা লজ্জার তীরে ঢেউ ভাঙে আত্মহারা স্বগত পিপাসা
ছায়াদের স্বয়ম্বরে সমর্পিত যৌবন যন্ত্রণা ।

কৃষ্ণমেঘে চিরন্তন মন্থরার কিছু কুমন্ত্রণা
প্রকম্পিত। অপমৃত্যু একান্তই অহেতুক ভীরু পরিভাষা
গঙ্গাতীরে দেহস্থিতি মতান্তরে সাবলীল মোক্ষম নির্বাণ
যন্ত্রণার ঘূর্ণাবর্তে তবু শ্রেয় আমরণ বাঁচার প্রত্যাশা ॥

পথ

একহাতে নাম লিখে অন্যহাতে মুছে দিচ্ছি। নিপুণ বিস্মৃতি।
পায় পায় ধুলো উড়ছে। অসংযমী অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে আলো।
প্রেমিকের প্রার্থনায় নারীর নির্জন অঙ্গে স্বর্গের স্বীকৃতি
অমৃত তৃষ্ণায় পথ, ছাখো মুগ্ধ দুহাত বাড়ালো।

নানা শ্রান্তায় শ্রীর্ অস্তীতি, এই সত্য জানি
আনন্দের থেকে তাই উৎসারিত হয়ে
হেঁটে যাচ্ছি মৃত্তিকায় জন্ম অভিমানী
পুষ্পিণ্যো চরতো জঙ্ঘে, পথ হাঁটি প্রস্ফুটিত ফুলের বিস্ময়ে।

দেয়ালে বিষণ্ন মুখ। ছায়া ফেলছে অন্ধকার এপাশে ওপাশে।
কালের চোয়ালে ঝুলছে অবক্ষয় গ্লানি।
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, তাই খুশী উতল উল্লাসে
নানা শ্রান্তায় শ্রীর্ অস্তীতি, এই সত্য জানি।

সূর্যের প্রসিদ্ধ দীপ্তি কি আশ্চর্য যো ন তন্দ্রয়তে চরন
চরৈবেতি, চরৈবেতি, অন্যথায় স্থবির মরণ॥

দুঃখের সম্মুখে এসে

দুঃখের সম্মুখে এসে চিনে নাও আপনার মুখ।
প্রতিদিন মৃত্যু দেখি, যেই মৃত্যু বাঁচার অধিক
সান্ত্বনা সঞ্চিত রাখে করপুটে। বুকের গোপন
উৎসের সন্ধান দেয়। প্রস্রবণে ভাসে ফুল দল।
আবর্তে স্মৃতির বিন্দু প্রবাহিত সমুদ্র উন্মুখ।

দুঃখের সম্মুখে এসে চিনে নাও আপনার মুখ।
প্রতিবিম্বে অভিজ্ঞতা কৃতাঞ্জলি সুখ প্রাত্যহিক
অভিপ্রেত নয়। কিছু দ্বিধানম্র যন্ত্রণা যখন
শিয়রে শঙ্কার হাত রাখে, জানি রক্তে চলাচল
করে গাঢ় অভিমান। আমি দ্রুত আনন্দ সম্মুখ।

অস্থিরতা ডাক দাও সম্ভাষণে। নেপথ্যে বিষাদ
আবর্তে স্মৃতির বিন্দু প্রবাহিত সমুদ্র উন্মুখ
অশ্রুর কলঙ্কে ফোটে বর্ণগন্ধ রূপের অবাদ
দুঃখের সম্মুখে এসে চিনে নাও আপনার মুখ॥

শিয়রে পাপের হাত

শিয়রে পাপের হাত। পতনের সশব্দ ঘোষণা
পদতলে বহুকাল। আত্মবৎ সক্ষম সমাধি
ধারণ করেছে দীর্ঘ অন্তরাল প্রাক্তন ঘটনা।

নির্মমতা তুমি নাম ধরে ডাক। বাহির দুয়ারে
ছ্যাখো কত পরিচিত অবয়ব আস্বাদিত স্মৃতি
বিদায়ে করুণ হয়। বিপরীত হাওয়ার প্রহারে
প্রস্তরের অবক্ষয়। স্বরচিত বিষণ্ণ প্রকৃতি। .
নিষ্ঠা রাখে করতল মৃত্তিকার সিক্ত ব্যবহারে।

অযুত ফুলের বৃন্তে ওষ্ঠ রাখি। সমূহ সংবাদে
শ্রবণের কুশলতা। কোলাহলে অপেক্ষা ইত্যাদি
দ্যুতিময়। জ্বলে প্রীতি বিশ্বাসের বিপুল আস্বাদে।

শিয়রে পাপের হাত। পতনের অন্তিম তোরণে
বুঝি অন্তরাল ভাঙ্গে। বহুবিধ শব্দ প্রতিবাদী।
মৃত্তিকায় নিষ্ঠা রাখি উদ্যানের দৈবাৎ স্মরণে॥

কে যেন হাওয়ায়

কে যেন হাওয়ায় বাজিয়ে দিল সমুদ্র।
পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে দেখলাম
আমি খান খান হয়ে ছড়িয়ে গেছি।
শুধু ভাঙ্গাগড়ার শব্দ
আমার অস্তিত্বের চারদিকে।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে যে আলোটা
এতক্ষণে অন্ধকার
গালে হাত দিয়ে যে ভাবনাগুলো অন্যমনস্ক
তারা সবাই অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। :

তোমরা দ্যাখো—আমি এসেছি
শোন—আমি শব্দ করে কিছু ভাঙ্গছি এবং গড়ছি
তারপর মনে কর আমিই দুহাতে
হাওয়ায় বাজিয়ে দিচ্ছি সমুদ্র॥